চুয়াডাঙ্গায়র বিএনপির বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

গতকাল সন্ধ্যা ৬ টার সময় চুয়াডাঙ্গা রজব আলী সুপার মার্কেটে অবস্থিত জেলা বিএনপির কার্যালয়ে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করা হয়েছে ।

জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য আবুবক্কর সিদ্দিক আবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর মোঃ সিরাজুল ইসলাম মনি।

জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিমুল হাবিব সেলিম এর উপস্থাপনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিটু।

অনান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান লিপটন, জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চিতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম বিপ্লব, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মোহাম্মদ রাজিব খান, জেলা মৎসজীবী দলের যুগ্ম আহবায়ক কামরুজ্জামান বাবলু, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কুদ্দুস মহলদার, থানা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক তরিকুল আলম জোয়ার্দার বিলু,

সাবেক দপ্তর সম্পাদক ইয়াছিন হাসান কাকন, আলোকদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব আজিজুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান হ্যাপি, আব্দুর রশিদ, নাজমুল হক, রাশেদুল ইসলাম, জেলা সে¦চ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি শামসুল হক ঝন্টু, যুগ্ম সম্পাদক হাসান মাস্টার, অর্থ সম্পাদক হাবিবুর রহমান রাজিব, তাঁতী বিষয়ক সম্পাদক মহাসিন আলী, সানোয়ার, আব্দুস ছামাদ, তুহিন ইসলাম, ইনামুল হক ইমন, জেলা ছাত্রদল নেতা এম.এইস মোস্তফা, শাহাবুদ্দিন, সাইমুজ্জামান মিশা, রফিক, নাজমুল, আমির হোসেন, জিতু, আকাশ, কনক, আরিফুল ইসলাম, আরমান প্রমুখ।

জীবননগরে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

বঙ্গবন্ধুর দর্শন,সমবায়ে উন্নয়ন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে সমবায়ী র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্যে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমবায় দপ্তরের আয়োজনে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ থেকে একটি র্যালীবের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেযারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী ,জীবননগর থানার ওসি (অপারেশন) মোল্লা সেলিম,উপজেলা সমবায় অফিসার মোতাহার হোসেন প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠত্বা অর্জন করায় জাতীয় সমবায় পুরস্কার হিসাবে এবলুম বাংলা সমবায় সমিতিসহ তিনটি সমবায় সমিতিকে সম্মাননা স্বারক প্রদান করা হয়।উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদুর রহমান।

আলমডাঙ্গায় শিশু ধর্ষণের অভিযোগে একজন আটক

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে সোহেল নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। সোহেল আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত মওলা বক্সের ছেলে।

জানা গেছে, শিশুটি গত ৪ নভেম্বর (বুধবার) বিকেলে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিল। এ সময় সোহেল তাকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে পাশের পান বোরজে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে। শিশুটি বাড়িতে গিয়ে অসুস্থবোধ করলে পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয় এবং মেয়েটির সাথে জানতে পারে সোহেল নামের লোকটি তার সাথে খারাপ কিছু করেছে।

এরপর তারা শনিবার সকালে মেয়েটিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। দুপুরে মেয়েটির চাচা বাদি হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন।

পুলিশ সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে বাঁশবাড়িয়া গ্রাম থেকে সোহেলকে গ্রেফতার করে ।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, পুলিশ সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে বাঁশবাড়িয়া গ্রাম থেকে সোহেলকে গ্রেফতার করে ।

দর্শনায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের গণঅবস্থান ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০টায় দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে দামুড়হুদা উপজেলার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি উত্তম কুমার দেবনাথের সভাপতিত্বে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অনন্ত কুমার শান্তারা মঙ্গল, দামুড়হুদা উপজেলার

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জেম্স নিপু মন্ডল, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহা,

আজমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সরুপ কুমার দাস, দর্শনা পৌরসভা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক সমির কুমার সরকার, সহ-সভাপতি দিপেন ঘোষ, শ্রী প্রশান্ত কর্মকার ও শোভন দাস প্রমুখ। সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন অনন্ত কুমার শান্তারা মঙ্গল।

আলমডাঙ্গায় দলিত সম্প্রদায়ের বাড়িতে মুসলিম বাল্য বিয়ের আয়োজন

আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামে একটি বাল্য বিয়েকে কেন্দ্র করে গ্রামটিতে রীতিমত হৈচৈ পড়েছে। বাল্য বিয়ে ঢাকতে গ্রামের একটি দলিতের (মুচির) বাড়িতে গিয়ে বিয়ে পড়ানোর কারণে বিয়ের কাজিকে মাওলানা ডেকে তওবা পড়ানো হয়। আবার নতুন করে একই পাত্র-পাত্রীর বিয়ের আয়োজনও করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার কশেবপুর গ্রামের হানেফ আলীর অষ্টম শ্রেণিতে পড়য়া ছেলের সাথে একই গ্রামের বছির আলীর ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে বৃষ্টি খাতুনের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়। কিন্ত দুই পরিবারের অভিভাবকরা বাল্য বিয়ে হওয়ায় বিয়ে দিতে ভয় পেতে থাকেন। এই দুই অভিভাবকের ভয় কাটাতে এগিয়ে আসেন গ্রামেরই দুই কথিত মাতবর সেলিম ও মুঞ্জিল। তারা অভিভাবকদের অভয় দেন।

দুইপক্ষ গ্রামের কথিত দুই মাতবরের অভয় পেয়ে বিয়ে দিতে রাজি হন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা গোপন করতে ৪ নভেম্বর রাতে গ্রামের অশ্বিন মুচির বাড়িতে বিয়ের এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিয়ে পড়াতে ডাকা হয় গ্রামের জামে মসজিদের ইমাম আব্দুর রহমানকে। এরপর যথারীতি দুই নাবালক-নাবালিকার মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়।

এরপর রাত পেরিয়ে সকাল হতেই এক কান দুই কান করতে করতে মুচির বাড়িতে বিয়ে পড়ানোর ঘটনা গ্রামভর জানাজানি হয়ে যায়। এতে গ্রামবাসির মধ্যে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। সমালোচনার ঝড় থামাতে আবারও দৃশ্যপটে হাজির হন কথিত সেই দুই মাতবর সেলিম ও মুঞ্জিল। তারা অন্য মাওলানার কাছে এর মাশালা চান। মাওলানা মসজিদের ইমামকে তওবা পড়ানোর মাশালা দেন।

এরপর এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মাওলানা ডেকে বিয়ে পড়ানো মসিজদের ইমাম আব্দুর রহমানকে তওবা পড়ানো হয়। এভাবেই ওই বাল্য বিয়েকে জায়েজ করার যাবতিয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা হয়।

কিন্তু গ্রামের কিছু লোক এতেও ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, অবৈধ এইসব বিয়ে পড়ানো বন্ধ করা উচিৎ। তারা অনুষ্ঠিত এই ধরনের একাধিক বাল্য বিয়ের জন্য গ্রামের সেলিম ও মুঞ্জিলকে দায়ি করে বলেছেন, এই দুইজন গ্রামেও বাল্য বিয়েতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কখনও কখনও গ্রামের বাইরে থেকে এসেও এই দুইজনের শেল্টারে বিয়ে পড়িয়ে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে কথিত মাতবর মুঞ্জিল বলেন, সে এইসবের ভেতরে জড়িত নন। গ্রামের মাতবররা অশ্বিন মুচির বাড়িতে বিয়ে পড়িয়েছে এবং কাজিকে মাওলানা ডেকে তওবা পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামের মাতবর কে জানতে চাইলে তিনি জানান, সেলিমের সাথে কথা বলিয়ে দিবেন।

জীবননগরে তাজ ক্যাফের উদ্বোধন

জীবননগরে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হলো ‘তাজ ক্যাফে’ রেস্তোরাঁ। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরের সামনে অবস্থিত ‘তাজ ক্যাফে’র উদ্বোধন করা হয়।
নতুন আঙ্গিকের রেস্তোরাঁটিতে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, মানসম্মত খাবার হোম ডেলিভারিসহ ফাস্ট ফুড, জাঙ্কফুড, মিনি চাইনিজ খাবার ও হরেক রকমের খাবার প্রস্তুত করবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। অনুষ্ঠানে প্রশাসনের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সুধী, সমাজকর্মী, বাজারের ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে প্রাষবন্ত হয়ে ওঠে। ফিতা কেটে ‘তাজ ক্যাফে’ উদ্বোধন করা হয়।

‘তাজ ক্যাফে’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজি হাফিজুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম মুনিম লিংকন, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবু রাসেল, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলাতানা লাকি, জীবননগর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, পরিদর্শক (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদ, পরিদর্শক (অপারেশনস) মোল্যা সেলিম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী বোরহান উদ্দীন, সমবায় কর্মকর্তা মোতাহার হোসেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী রাজিব হোসেন, রিসোর্স অফিসার মো. মফিজুর রহমান, জীবননগর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম মো. মুহাইমিনুন ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী শাকিল আহমেদ, জীবননগর প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদক এম আর বাবু, সাংবাদিক সামসুল আলম, জাহিদ জীবন, সালাউদ্দিন কাজল, সামসুর রহমান চঞ্চল, জহিরুল ইসলাম, মিথুন মাহমুদ, ব্র্যাক ব্যাংক ম্যানেজার মো. কামরুজ্জামান, জনতা ব্যাংক ম্যানেজার এস এম সুলতানুল ইসলাম, প্রভাষক জসীম উদ্দীন, আমিনুল ইসলাম তারেক, ব্যবসায়ী তবিবুর রহমান, রবিউল ইসলাম, আকরাম হোসেন, আব্দুল মজিদ, মুন্সী ওয়াহেদুজ্জামান খোকন, ফয়সাল খবির, মাজেদুল ইসলাম মিল্টন, মোবাইল ব্যবাসয়ী রাসেল ইকবাল প্রমুখসহ দুই শতাধিক শুভানুধ্যায়ী।
/0. .
অনুষ্ঠান শেষে উপজেলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মো. মিজানুর রহমান ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন।

সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদকে সম্মাননা স্বারক প্রদান

সামাজিক ও মানবিক কাজে বিশেষ অবদান রাখায় সে¦চ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর জীবননগর উপজেলার সভাপতি সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদকে

সম্মাননা স্বারক প্রদান করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সে¦চ্ছাসেবী সংগঠন এফ,এস,ডি,ওর আয়োজনে সামাজিক ও মানবিক কাজে বিশেষ অবদান রাখায় ৬টি জেলার বিভিন্ন সে¦চ্ছাসেবী সংগঠনের ১০ জন ব্যক্তির হাতে সম্মাননা স্বারক ও সনদ পত্র তুলে দেওয়া হয়।

সে¦চ্ছাসেবী সংগঠন এফ,এস,ডি,ওর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দেব বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলার সিভিল সার্জন ডা. শেখ আবু শাহীন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক কল্যাণ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক বীর মুক্তিযোদ্ধা একরামুদদৌলা, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনি, যশোর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. মাহমুদ হাসান বুলু, মনিরামপুর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার রোকনুজ্জামান, যশোর জেলা প্রতিবন্ধী বিষায়ক কর্মকর্তা মুনা আফরিন। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক ভাবে পরিচালনা করেন টি এম সাইফুল আলম। এদিকে সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ সম্মাননা স্বারক পাওয়ায় তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, জীবননগর প্রেস ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক এ্যাড.আকিমুল ইসলাম, সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম, ফয়সাল মাহতাব মানিক, মাজেদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মাসুম, হাসাদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মতিয়ার রহমান, জীবননগর শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার সভাপতি সাব্বির সামি মুহিত, সদস্য চাষী রমজান, তুহিনুজ্জামান, লাবনী, জীবননগর বন্ধু রক্তদান কেন্দ্রের এ আর ডাবলু, ঐশ্বয সাহা প্রিয়া, সাদিয়া, গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠনের সভাপতি শাহিন কবির, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

দর্শনায় চাঁদা না পেয়ে শ্রমিকদের পিটিয়েছে দূবৃত্তরা

দর্শনা পৌরসভা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ড্রেন নির্মাণ শ্রমিকদের নিকট চাঁদা না পেয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে দূর্বৃত্তরা। এতে ১৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

তারা হলেন, সুলতানপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে আজিবার রহমান (৪৫), মদনা গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে আকবার আলী (৬০), মদনা গ্রামের আলিহিমের ছেলে রেজাউল ইসলাম (২৬), পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আকবার আলীর ছেলে ইসরাফিল হোসেন (৪২), রামনগর গ্রামের শ্রী চরণের ছেলে বিজয় (২২) সহ ১০ জন ।

আহত রাজমিস্ত্রী ইসরাফিল হোসেন জানান, ঘটনার সময় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গোরস্থান পাড়ায় ড্রেন নির্মাণের কাজ করছিলাম । এসময় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে মিলন (২৫), মৃত ওভির ছেলে আরাফ (৪৫) ও মৃত আশকার আলীর ছেলে আবুল কাশেম (৪৮) সহ ১০/১২জন আমাদের লাঠি ও ইট দিয়ে পিটিয়ে জখম করে। কয়েকদিন যাবৎ তারা টাকা ও কাজের সময়সীমা জানতে চাই।

আমরা বলি- আমরা মিস্ত্রী, আমরা টাকা কোথায় পাবো? কাজের কনক্টাটর কাজের সময়সীমা জানে , আমরা এসব জানিনা। এরপর আমার কাছে ২ হাজার টাকা চাই এবং বলে লুঙ্গি খোল, খটে টাকা আছে। আমি লুঙ্গী খুলে ঝাড়া দিলে লেবারদের বেশ কিছু টাকা ছিল সেগুলো নিয়ে নেয়। এছাড়া লেবার সহকারী সরদার আহত আজিবার রহমান এর নিকট থাকা লেবারদের দুই দিনের ৬ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে জানান।

এদিকে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছোট ছেলে জনি (২৩) গত কয়েকদিন আগে ডাক্তারের নিকট যাওয়ার সময় তার কাছে থাকা ৫৪০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে একই গ্রামের ওভির ছেলে আরাফাত মদ খায়। এ নিয়ে গ্রামে বেশ বাক-বিতন্ডা হয়। এ বিষয়ে হেড মিস্ত্রী ইসরাফিল হোসেনসহ ৫ জন বাদী হয়ে ৪ জনের বিরুদ্ধে গতকাল বিকালে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ করেছে।

এ ঘটনায় পুলিশ আবুল কাশেম নামের এক জন ব্যক্তিকে আটক করেছে।

মহানবী (সাঃ) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ফ্রান্সে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে দর্শনা থানা উলামা পরিষদ ও দর্শনা পৌর ইমাম সমিতির উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া। সমাবেশে বক্তারা ফ্রান্সের সকল পণ্য বর্জন ও আমদানী বন্ধ রাখতে এবং সংসদে ব্লাশ ফেমী আইন পাশের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওঃ কাজী রফিক আহমেদ, মাওঃ আব্দুল মালেক, মাওঃ ওসমানগনি, মুফতি জুনায়েদ, মাওঃ আব্দুল খালেক, মুফতি আব্দুর রাজ্জাক, মাওঃ মইনুল ইসলাম, মুফতি আনোয়ার হোসেন, মাওঃ জাকির হোসেন, মাওঃ আলী আহমদ, মাওঃ ওয়াককাস, মুফতি আবুল বাশার, মুফতি হাবিবুর রহমান, মাওঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মাওঃ আকরাম হোসেন, মাওঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাওঃ রফিকুল ইসলাম, মাওঃ সিরাজুল ইসলাম, হাফেজ মানিক কারী কামরুজ্জামান, মুফতি হামিদুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশটি পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনজুর আহমেদ।

দর্শনা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলো প্রদক্ষিণ করে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে এসে মিছিলটি শেষ হয়।

আলমডাঙ্গার নারী উদ্যোক্তা লামইয়া’র স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার অসাধারণ গল্প

কলেজ ক্যাম্পাসে আড্ডায় আড্ডায় বান্ধবীরা হতাশা ব্যক্ত করে বলত, “ধুর পড়ে কি হবে চাকরিই যদি না হয়?”

লামইয়া শিল্পপতির মেয়ের মত ভঙ্গি করে বলত, “যা আমি তোদের চাকরি দিয়ে দেবো।”

লামইয়া কোন শিল্পপতির মেয়ে না, সে একজন ব্যাংকারের মেয়ে। ব্যাংকে রাখা পরের টাকা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিভাবে টাকায় টাকা আনতে হয় তা বাবার কাছ থেকে শিখে নিয়েছিল লামইয়া। ইচ্ছে ছিল বড় ব্যবসায়ী হবে সে, বড় একটা অফিস থাকবে তার কিন্তু স্বপ্ন অঙ্কুরে থাকতেই অনার্স পড়ুয়া অবস্থায় চুয়াডাঙ্গার জোয়ার্দ্দার বাড়িতে বিয়ে হয়ে যায় তার।

বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই লামইয়া খেয়াল করে তার অন্তরে সুপ্ত সেই ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন বিকোশিত হচ্ছে। সে তার ইচ্ছার কথা স্বামী-শ্বশুরকে জানায়। লামইয়া মোট ৫ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসায় নেমে পড়ে।

প্রথমে সে মেয়েদের থ্রী-পিচে অসাধারণ হাতের কারুকাজ দিয়ে পোষাককে মনোহারি করে তুলতে থাকে। চোখে পড়লেই তা পছন্দ হতে থাকে যে কোন মেয়ের। চেনা-জানা মহল থেকে অর্ডার পেতে থাকে প্রচুর। সুলভমূল্যে বিক্রি হতে থাকে তার থ্রী-পিচ। কয়েক মাস এভাবে চলার পর লামইয়ার হাতে অনেক টাকা আসতে থাকে।

এরপর সে একের পর এক ব্যবসার পরিসর বাড়ায়। ব্যবসায় যোগ করে দৃষ্টিনন্দন বিছানার চাদর, সিলেট ও রাঙামাটির আদিবাসীদের অসাধারণ পোষাক এবং মনিপুরি শালের বিশাল সমাহার গড়ে তোলে বাড়িতে।

এছাড়াও গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে সরবারহ করছে গাওয়া ঘি, মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি সাবিত্রী, রসকদম্ব, পাহাড়িদের শক্তিময় খাবার কাজু বাদাম ও কাঠ বাদাম। তার রয়েছে অনলাইনভিত্তিক পেইজ ‘সম্পূর্ণা’। অর্ডার দিতেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গ্রাহকের

দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে চাহিদামত সকল পণ্য।

লামইয়া তার কলেজ বান্ধবীদের হয়ত চাকরি দিতে পারেনি কিন্তু তার ‘সম্পূর্ণা’কে ঘিরে বেশ কয়েকজন মানুষ নিরলস কাজ করছে। লামইয়া এখনও স্বপ্ন দেখে তার একটা কোম্পানী হবে, যেখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে ।

লামইয়া বলেন, শুরুটা ছোটই ছিল কিন্তু এখন স্বপ্নের সাথে সাথে ব্যবসাও অনেক বড় হয়েছে। আমার পণ্য এখন কুরিয়ারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে। আরও অনেক নতুন পরিকল্পনা আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন হবে ইনশাল্লাহ।